R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ
৪২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৫ই চৈত্র বুধবার, ১৪০৩ সাল।
১৯শে মার্চ, ১৯৯৭ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

বিতর্কিত জলবণ্টন চুক্তির বিষময় ফলে ভাগীরথী মরা খালে পরিণত,

জলের অভাবে বোরো চাষ মার খাচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বর্তমানে চৈত্রের শুরুতেই রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া ভাগীরথীর স্রোতধারা একেবারে মুমূর্ষু অবস্থায়। ফরাক্কা ব্যারেজ চালু হবার পর থেকে যে বিশাল নদীবক্ষ রীতিমত নাব্য ও খরস্রোতা ছিল এবং ফলস্বরূপ এই নদীপথকে প্রাক্তন রাজীব গান্ধী সরকার জাতীয় জলপথ বলে ঘোষণা করেছিলেন। আজ সেই নদী ভারত-বাংলাদেশ বিতর্কিত জলবন্টন চুক্তির কয়েক মাসের মধ্যেই মরা খালে পরিণত হয়েছে। এর ফলে জঙ্গিপুর পুরসভার দুটি শহরের জলস্তর নেমে যাওয়ায় নলকূপগুলো ভালো কাজ করছে না। গ্রীষ্মের আগেই কয়েক জায়গায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। 'সবুজদ্বীপ' চর ও সদরঘাটের মধ্যে যে জলাময় অংশটি ছিল সেটি মজে গিয়ে এক বালিয়াড়ীর সৃষ্টি করেছে। মানুষজন পায়ে হেঁটে চরে বেড়াতে যাচ্ছেন। গঙ্গার উপর স্তরের জল-প্রবাহের স্বল্পতার ফলে জঙ্গিপুর পারের জল সরবরাহ প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে অনেকে আশংকা করছেন। কেননা জঙ্গিপুর শহর এলাকায় প্রতিদিন ৯ লক্ষ লিটার গঙ্গাজল ট্রিটমেন্ট করে বিশুদ্ধ পানীয় জল ট্যাঙ্কে ভর্ত্তির পর সরবরাহ হয়। গঙ্গাবক্ষ শুষ্ক হয়ে আসায় এই পরিমাণ জল পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে বলে সাধারণের ধারণা। জনসাধারণ মনে করছেন এর কারণ চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশকে জল দিতে গিয়ে ভাগীরথীর জলের পরিমাণ ঠিক রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এছাড়া জেলা পরিষদ ও পুরসভা যৌথভাবে চরে যে 'সবুজ দ্বীপ' পরিকল্পনা রচনা করে অর্থ মঞ্জুরী পেয়েছেন, সে ব্যাপারেও এর ফলে নতুন চিন্তা ভাবনা শুরু করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ঐ প্রকল্পে চরে যাবার জন্য জলভাগের উপর দিয়ে একটি রোপওয়ে নির্মাণের কথা। এখন জল শুকিয়ে বালিয়াড়ী হয়ে পড়ায় রোপওয়ে অর্থহীন হয়ে পড়লো। তদুপরি ঐ জলায় চিংড়ি চাষের পরিকল্পনাও ভেস্তে গেল। অন্যদিকে মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জল বিপর্যয়ের সংবাদ আসছে। ভাগীরথীতে জল কমে যাওয়ায় পাগলা ও বাঁশলৈ নদীর জলস্তরও একেবারে নেমে গেছে। ফলে ঐ এলাকার কয়েকশো বিঘা জমিতে সেচের জলের অভাব প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত দু সপ্তাহ থেকে হারোয়া গ্রামের উত্তরে অবস্থিত সব স্থানের জলস্তর নেমে যাওয়ায় নলকূপ অচল হয়ে পানীয় জলের সংকট সৃষ্টি করেছে। হারোয়া, ডাহিনা, গাম্ভীরা, পাঁচগাছি প্রভৃতি গ্রামে বোরো চাষের ফলন আসার মুখে প্রয়োজনীয় সেচের অভাবে ধান সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হবার মুখে। বাঁশলৈ ও পাগলা নদীতে বসানো রিভার পাম্পও কাজ করছে না। স্থানীয় অধিবাসীরা সুতী-১ ব্লকের বিডিওর কাছে আবেদন করেও কোন ফল পাননি।

আন্ত্রিকে বেশ কিছু মানুষ আক্রান্ত, মৃত তিন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৭ মার্চ থেকে সাগরদীঘি থানার পাটলী গ্রামের মালপাড়া কলোনীতে ব্যাপক আন্ত্রিকের প্রকোপ দেখা দেয়। ঐ দিন একই পরিবারের দুইজন পূর্ণ দাস (৩) ও পুটুরী দাসী (৬) এবং অপর এক গ্রামবাসী ফুলু দাসকে (৪০) রঘুনাথগঞ্জ হাসপাতালে আনার পথেই মারা যায়। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব সাগরদীঘি বি এম ও এইচকে রেডিও-গ্রাম করে জরুরী ব্যবস্থা নিতে বলে। কিন্তু তিনি তেমন কোন ব্যবস্থা (শেষ পৃষ্ঠায়)

এলসিটিঘাটে স্লুইসগেটের শিলান্যাস

দিবাকর ঘোষ, ফরাক্কা ঃ গত ১৪ মার্চ ফরাক্কার এলসিটি ঘাটে একটা স্লুইস গেটের শিলান্যাস করেন প্রাক্তন বিধায়ক আবুল হাসনাৎ খাঁন। জেলা পরিষদের উদ্যোগে সাড়ে চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই গেটটি তৈরী হবে। এলসিটি ঘাট এলাকার জনগণের দীর্ঘদিনের এই দাবী পূরণ হতে চললো। উল্লেখ্য, ঘাটের সঙ্গে যুক্ত একটি বড় খালের উপর এটি তৈরী হবে। প্রতি বছর বর্ষার সময় জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেনিয়াগ্রাম অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যায় ডুবে যায়। এই গেটটি নির্মিত হলে তা আর হবে না। ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষে জানানো হয় আগামী তিন মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি অশোক হালদার।

ডি এন কলেজে WBCUTA-র ২য় জেলা সম্মেলন

সাধন দাস ঃ গত ২ ও ৩ মার্চ অরঙ্গাবাদ ডি এন কলেজে ওয়েষ্ট বেঙ্গল কলেজ অ্যাণ্ড ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন (WBCUTA)র ২য় মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য অধ্যাপক প্রবুদ্ধনাথ রায়, WBCUTA-র সাধারণ সম্পাদক শ্যামাপদ পাল, রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি অনিল ভট্টাচার্য, মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ মজুমদার, সভাপতি বিষাণ গুপ্ত এবং জেলার বিভিন্ন কলেজ থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ। প্রদীপ জ্বালিয়ে উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই চৈত্র বুধবার, ১৪০৩ সাল।

।। প্রশ্ন ফাঁস প্রসঙ্গে ।।

গত ১৭ই মার্চ মাধ্যমিক অঙ্ক পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৫ লক্ষ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের অবসান হইয়াছে।

অঙ্কের প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ব্যাপারে যে কাণ্ডকারখানা ঘটিয়া গেল, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ইতিহাসে বোধ করি, তাহা অনন্যতার দাবী রাখে বলিয়া অনেকের ধারণা।

নির্ধারিত পরীক্ষাসূচী অনুযায়ী গত ১১ই মার্চ অঙ্ক পরীক্ষার দিন ছিল। সংবাদে প্রকাশ যে, ৭ই মার্চ শুক্রবার এই জেলার বেলডাঙ্গা থানার বেড়ুয়া গ্রামে অঙ্ক প্রশ্নের জেরক্স কপির সন্ধান পাইয়া বেলডাঙ্গা পুলিশ ২ জনকে গ্রেপ্তার করেন এবং পর্ষদের উপসচিবকে বিষয়টি জানান। কিন্তু তিনি নাকি বিষয়টির কোন গুরুত্ব দেন নাই। পরবর্তী সময়ে পর্ষদ সভাপতি ১০ই মার্চ রাত্রে অনিবার্য কারণে ১১ই মার্চের নির্ধারিত অঙ্ক পরীক্ষা বাতিল করিয়া ১৭ই মার্চ এই পরীক্ষা লওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করেন

পর্ষদ সচিবের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল যে, এক 'অজানা আগন্তুক' পর্ষদ অফিসে গিয়া ১০ই মার্চ অঙ্কের ফাঁস হওয়া প্রশ্ন জমা দেয়। তবে সঙ্গে সঙ্গেই এই বিষয় কোনও ব্যবস্থা লওয়া হয় নাই বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু পরে জানা যায় যে, ৯ই মার্চ বৈকাল সাড়ে পাঁচটার সময় পর্ষদের অন্যতম সদস্য এবং এবিটিএ নেতা সন্তোষ দত্ত ফাঁস হওয়া অঙ্কের প্রশ্ন পর্ষদ-সচিব উজ্জ্বল বসুকে জমা দেন।

পুলিশ, সাংবাদিক ইত্যাদির তৎপরতায় পর্ষদ এক নাজেহাল অবস্থায় পড়ে। জানা গিয়াছে যে, পর্ষদের ষ্ট্রংরুম হইতে পর্ষদ কর্মী জনৈক রামপ্রসাদ কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ের, যথা ভূগোল, ভৌতবিজ্ঞান, অঙ্ক প্রভৃতি প্রশ্ন সুকৌশলে অপসারণ করা হয়। বর্তমানে তদন্ত চলিতেছে। তদন্ত কমিশন গঠিত হইবার কথাও শুনা গিয়াছে। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত বিষয় ঠিকমত জানা যাইবে।

কিন্তু প্রশ্ন ফাঁস লইয়া এইবার কম জল ঘোলা হয় নাই। প্রথমত 'অজানা আগন্তুক' বিষয়টি। পর্ষদ সচিবের কাছে অঙ্কের প্রশ্ন জমা দিলেন সন্তোষ দত্ত, অথচ বলা হইল অন্যরকম। আসল তথ্য প্রকাশ করিলে কী ক্ষতি হইত? আবার মুর্শিদাবাদ পুলিশ পর্ষদ-উপসচিবকে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার বিষয় জানাইলে তিনি তাহা উপেক্ষা করেন কেন? প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার পর বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হইয়া গেলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে অযথা কালক্ষেপ হইয়াছিল কেন? আবার শিক্ষামন্ত্রী তথা অপরাপর নেতৃবৃন্দ প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়ে সমালোচিত হইবেন কেন?

যাহা হউক, প্রশ্ন ফাঁস সংক্রান্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা যত শীঘ্র সম্ভব, নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করা হউক—ইহাই কাম্য।

গৃহস্বামী নিখোঁজ সন্দেহ খুন স্ত্রী ও দুই পুত্র গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ: এই থানার দফরপুর সেওরাপাড়ার নইমুদ্দিন সেখ গত ১৬ ফেব্রুয়ারী থেকে নিখোঁজ। ঘটনার দিন রাত ন'টা নাগাদ নইমুদ্দিনের চীৎকার 'আমাকে বাঁচাও' শুনে আশপাশের লোক তাঁর বাড়ীতে হাজির হয়। কিন্তু সেখানে নইমুদ্দিনের কোন সন্ধান মেলে না। এর পর দুদিন ধরে নইমুদ্দিনের কোন খোঁজ না পাওয়ায় গ্রামের মজলিসে গত ১৮ ফেব্রুয়ারী নইমুদ্দিনের স্ত্রী রুদবানু ও দুই পুত্র কুতুব ও রুস্তুমকে ডেকে পাঠিয়ে নইমুদ্দিনের অন্তর্ধানের ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয়। জেরায় জেরবার হয়ে তাঁরা শেষ পর্যন্ত নইমুদ্দিনকে খুন করার কথা স্বীকার করেন। গ্রামবাসীদের চাপে তাঁরা জঙ্গিপুর এস-ডি-জে-এম কোর্টে হাজির হয়ে ১৬৪ সিআরপিসি ধারামতে স্বীকারোক্তি নথীভুক্ত করেন। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে স্ত্রী ও দুই পুত্রকে গ্রেপ্তার করে ও কোর্টে চালান দেয়। পুলিশী তদন্ত চলছে। সংবাদ লেখা পর্যন্ত নইমুদ্দিনের মৃতদেহের কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। গ্রামবাসীদের সন্দেহ তাঁকে খুন করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্ত্রী ও পুত্ররা কেন নইমুদ্দিনকে হত্যা করলেন তা এখনো রহস্যাবৃত।

ফরাক্কা এনটিপিসি হাসপাতালে ল্যাপারোস্কোমি ক্যাম্প

দিবাকর ঘোষ, ফরাক্কা: গত ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারী ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নবারুণ হাসপাতালে রাজ্য ও স্বাস্থ্য দপ্তরের সহযোগিতায় ল্যাপারোস্কমি লাইগেশন অপারেশন ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন ৩০৪ জন ও দ্বিতীয় দিনে ২৯৬ জন বিভিন্ন বয়সের মহিলা এই অপারেশন করান। অপারেশন করেন বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ কাঞ্জিলাল। প্রত্যেক রোগিনিকে হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে ঔষধ ও একটি করে কম্বল দেওয়া হয়। এছাড়া রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর প্রত্যেককে ১৫০ টাকা করে অনুদান দেয়।

ফরাক্কা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চতুর্থ ইউনিটের বাণিজ্যভিত্তিক কাজ শুরু হলো

নবারুণ: ১৯৯৬ এর ১ জুলাই থেকে ফরাক্কা বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চতুর্থ ইউনিটটি বাণিজ্যভিত্তিক উৎপাদনক্ষম বলে ঘোষিত হয়। এখন থেকে ফরাক্কা বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্র এনটিপিসির সর্বভারতীয় কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত হলো। বাকী কেন্দ্রগুলি হলো উত্তরপ্রদেশের সিংরোলী, মধ্যপ্রদেশের কোরবা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের রামাগুণ্ডাম। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯২ ৫০০ মেগাওয়াটের এই চতুর্থ ইউনিটটিকে বিদ্যুৎ সংবহন ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় প্রিসিপিটেটর (ই, এস, পি) ১৫ জানুয়ারী ১৯৯২ হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে। তখন থেকে ইউনিটটির কাজ চলছিল পরীক্ষামূলক ও আংশিকভাবে। মার্চ ১৯৯৬ এ ই এস পি পুনরায় চালু করা হয় এবং ইউনিটটিকে বাণিজ্যিক উৎপাদনক্ষম ঘোষণা করা হয়। ২০০ মেগাওয়াটের ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৫০০ মেগাওয়াটের ৫ম ইউনিট আগে থেকে চালু ছিল। চতুর্থ ইউনিটটি পুরোপুরি ইনহাউস ডিজাইন ও কারিগরীতে নির্মিত হচ্ছে। ২৮০৪.৬৭ কোটি টাকা বিনিয়োগে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ডিসেম্বর ১৯৮১ তে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।

বংশবাটী কিষাণ মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা: জাতীয় জলবিভাজিকা প্রকল্পে সুতী ১নং ব্লকের বংশবাটী গ্রামে একটি কিষাণ মেলা গত ১৫ ফেব্রুয়ারী থেকে ২২ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক মোহাঃ সোহরাব। সরকারী স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি বিভাগগুলি থেকে বিভিন্ন ষ্টল খোলা হয়েছে। রাতুরী গ্রামের একটি ছাগশিশু যার ২টি মাথা ও ৭টি পা, সেটি এই মেলার বিশেষ দর্শনীয় হয়ে দাঁড়ায়। মেলার শুরুতে আনুষ্ঠানিক সভায় সভাপতি হন জেলা পরিষদের সহসভাধিপতি জানে আলম মিঞা। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক অনিমেষ রায়। গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে এই মেলা পরিচালিত হয়। গ্রাম্য মানুষ কৃষক ও কারুশিল্পীদের পঞ্চায়েত থেকে প্রয়োজনীয় নানা দ্রব্য-সামগ্রী ও ক্যামবেল হাঁস অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়। বিডিও, এডিও, প্রধান সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় এই মেলা দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে উঠে।

এনটিপিসির জাতীয় নিরাপত্তা দিবস পালন

নবারুণ : গত ৪ মার্চ ফরাক্কা বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্মীরা বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ২৬তম জাতীয় নিরাপত্তা দিবস উদযাপন করেন জাতীয় নিরাপত্তা পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ বিল্ডিং এর সামনে এই উদ্বোধনী সভা শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার রবীন বোস। ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (পি এণ্ড এ) ডি, কে, চৌধুরী ও ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (এম টি পি) এম, সি, গুপ্তা কর্মীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত শপথ বাক্য বাংলায় ও হিন্দিতে পাঠ করান। পরে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ বিল্ডিং এর অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কর্মী ও তাঁদের পরিবারবর্গের মধ্যে জয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয় নিরাপত্তা সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে। বিভিন্ন কর্মী সংগঠনের প্রতিনিধি ছাড়াও চেয়ারম্যান প্ল্যান্ট নিরাপত্তা কমিটি শ্রীবোস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

সুপরিচিত শিক্ষকনেতা প্রয়াত

মির্জাপুর : এই গ্রামের সর্বজনপ্রিয়, সদালাপী, সুপরিচিত শিক্ষক নেতা জগদিন্দু সান্যাল গত ১৫ মার্চ কলকাতায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রয়াত সান্যাল নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের প্রাক্তন সদস্য, জেলা শাখার প্রাক্তন সহ-সম্পাদক এবং জঙ্গিপুর মহকুমার প্রাক্তন সম্পাদক ছিলেন। বামপন্থী বহু আন্দোলনে তিনি ছিলেন অবিসংবাদী নেতা। দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, পুত্র ও চার কন্যা রেখে যান। তাঁর মৃত্যু সংবাদে গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে।

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্মেলন

সাগরদীঘি : গত ১৬ মার্চ বালিয়া হাই স্কুলে বার্ষিক শিক্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ব্যবস্থাপনায়। জেলা প্রতিনিধি নিত্যকিশোর ঘোষ বলেন—সংগঠন জীবনজীবিকার গ্যারান্টি এ কথা প্রতিটি শিক্ষককে মনে রাখতে হবে। এছাড়া কয়েকজন বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন নরেশচন্দ্র সাহা

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের মহানাম স্মরণে উৎসব

জঙ্গিপুর : গত ৮ মার্চ শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরের স্মরণোৎসবে উদয়-অস্ত মহানাম সংকীর্তন হয় জঙ্গিপুর মহকুমা মহানাম সম্প্রদায়ের পরিচালনায় স্থানীয় সরস্বতী লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে। মহানাম সমাপ্তির পর সন্ধ্যায় বন্ধুলীলাকীর্তন এবং রাতে শ্রীশ্রীডাহাপাড়া জগদ্বন্ধুধাম থেকে আগত বিভিন্ন সাধুসন্তদের উপস্থিতিতে আরতি, কীর্তন ও পদাবলী কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

জায়গা বিক্রি

রঘুনাথগঞ্জ এফ, সি, আই গোডাউনের নিকট দুটি বাড়ির প্লট বিক্রয় আছে (৩০ ফুট × ৩৭½ ফুট/৫০ ফুট × ২৯ ফুট)।

যোগাযোগ করুন—উল ভাণ্ডার, ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন—৬৬৩৯৯ (দোকান), ৬৬৭৯৯ (বাড়ী)।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

(ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়)

জঙ্গীপুর : মুর্শিদাবাদ

১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। তিন বৎসর থেকে পাঁচ বৎসরের শিশুদের নার্শারী ও প্রিপারেটরী ক্লাসে ভর্তি করা হয়। কেজি থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হতে গেলে এ্যাডমিশন টেষ্ট দিতে হয়। সত্বর যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের স্থান :

১। জঙ্গীপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
২। রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় (পুরাতন ভবন)।

সময় : সকাল ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত।

ডি, নাথ (ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক)

পশ্চিমবঙ্গ
শিল্পায়নে
নবদিগন্তের
দিশারী

আর এক সকালের
স্বপ্নকে আমরা
বাস্তব করবো

পশ্চিমবঙ্গ বিশ্বাস করে যে, আজকের শিল্পায়ন আগামীকালের অগ্রগতির চাবিকাঠি। শিল্পায়নের মাধ্যমে আমরা গড়ে তুলবো আমাদের সমৃদ্ধ আগামীকাল। সকলের জন্য আরও সম্ভাবনায় পূর্ণ এক ভবিষ্যৎ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Memo No. 126 (29) Inf. /Msd. Dt. 28. 2. 97

যা করেছি তা যথেষ্ট নয়
এখনও অনেক কিছু করতে হবে
এক শিল্প সমৃদ্ধ
পশ্চিমবঙ্গ
গড়ার লক্ষ্যে
বামফ্রন্ট সরকার

সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও বামফ্রন্ট সরকার এক সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ গড়ার লক্ষ্যে অবিচল। ভূমি সংস্কার, পঞ্চায়েতরাজ গঠন, ক্ষুদ্রশিল্প ইউনিট স্থাপন, সঠিক শিল্প পরিকাঠামোর উন্নতি সাধন, শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা পালন করছে। সর্বোপরি সুস্থিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ এখানে একই সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করেন।

পঃ বঙ্গ সরকার

Memo No. 126 (29) Inf. /Msd. Dt. 28. 2. 97

আন্ত্রিকে আক্রান্ত (১ম পৃষ্ঠার পর)

নেননি বা কোন মেডিক্যাল টিম পাঠাননি বলে অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত রঘুনাথগঞ্জ-১নং ব্লকের বি জে পির সভাপতি আশা সিনহা ডাঃ ডি এন হালদারের কাছ থেকে হ্যালোজেন ট্যাবলেট ও আন্ত্রিক প্রতিরোধের ঔষুধপত্র নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীসহ গ্রামে হাজির হন। ১৫ মার্চ থেকে প্রকোপ অনেকটা স্তিমিত বলে খবর।

কাঁচা বিড়ি সরবরাহের টেণ্ডার নোটিশ

এতদ্দ্বারা সরকারের সকল নির্দেশ মানিয়া কাঁচা বিড়ি সরবরাহেচ্ছু এবং লেবেল প্যাকিং করিতে ইচ্ছুক বিড়ির ক্ষেত্রে সেনট্রাল এক্সাইজ এস, আর, পি ট্রেড নোটিশ নং ৫২/৯৩ মোতাবেক নথিভুক্ত ঠিকাদারগণকে জানানো যাইতেছে যে, অরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চেন্টস্ এসোসিয়েশনের সদস্যগণ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে (অরঙ্গাবাদ, মিঞাপুর, ওমরপুর, ধুলিয়ান, বৈষ্ণবনগর, কালিয়াচক, চামাগ্রাম, টুঙ্গিদীঘি, করণদীঘি, দোমোহনা শাখা অফিসসহ) ১৯৯৭-৯৮ সালে বাঁধাই কাঁচা বিড়ি সরবরাহের জন্য এবং লেবেল প্যাকিং করার জন্য সিলড্ টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন।

উক্ত টেণ্ডার ১৯৯৭ সালের ৩১শে মার্চ তারিখ অপরাহ্ণ ৫ (পাঁচ) ঘটিকার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে উক্ত ৩১শে মার্চ ১৯৯৭ তারিখেই উপস্থিত টেণ্ডারদাতার সম্মুখে উক্ত টেণ্ডার খোলা হইবে এবং কোন কারণ না দর্শাইয়া কর্তৃপক্ষ যে কোনও টেণ্ডার বা টেণ্ডারসমূহ বাতিল বা গ্রহণ করিতে পারিবেন। টেণ্ডারের নমুনা ও বিড়ির শেপ বা সাইজ এবং লেবেল প্যাকিং এর পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট কোম্পানী অফিস হইতে বিশদভাবে অবহিত হইতে পারেন।

ইতি—

তারিখ : ০১-০৩-৯৭ — **শ্রীজগন্নাথ সরকার**

অরঙ্গাবাদ — সাধারণ সম্পাদক

ফোন : ০৩৪৮৫/৬২৪৫১ অরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চেন্টস এ্যাসোসিয়েশন

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক— ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু. টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালেসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনস্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফাষ্ট-এড বক্স এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ— হার্নিয়াল বেল্ট, এল এস বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার, কানের ভল্যুম কন্ট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অমুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২য় জেলা সম্মেলন (১ম পৃষ্ঠার পর)

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, উচ্চ শিক্ষা ক্রমশঃ প্রাইভেটাইজেশনের দিকে এগিয়ে চলেছে। শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোঝা কমাতে মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার কলেজগুলিকে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আনার কথাও ভাবা হয়েছে। তাছাড়া সর্বভারতীয় স্তরে গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় দু'বছরের স্নাতক কোর্সকে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে তিন বছরের করার কথাও ভাবা হয়েছে। এরপর প্রতিনিধি সম্মেলনে বিভিন্ন কলেজ থেকে আগত প্রতিনিধিগণ তাঁদের কলেজের প্রয়োজন ও সমস্যার কথা তুলে ধরেন। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অরঙ্গাবাদের 'সম্বিৎ' গোষ্ঠী পরিবেশন করেন 'তাহার নামটি রঞ্জনা' নাটকটি। পরদিন ৩ মার্চও দুপুর পর্যন্ত প্রতিনিধি সম্মেলন চলে। অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক শান্তিরঞ্জন পাণ্ডে আনুষ্ঠানিক-ভাবে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মিতভাষী, সদালাপী, বিদ্যোৎসাহী, সমাজসেবী, বাগ্মী ও ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষ জগদিন্দু সান্যালের পরলোকগমনে আমরা মর্মাহত, আমরা বাক্‌রুদ্ধ। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

বেদনাবিধুর—

মির্জাপুর শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার

টাউন লাইব্রেরীর

২১/৩/৯৭ — সভ্য ও সভ্যাবৃন্দ

বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই *কোবরা* ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯